ডিপজিটরি প্রবিধানমালা, ২০০০

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুন ২৮, ২০০০

[৮ম খন্ড-- বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন
জীবন বীমা টাওয়ার (১৬ ও ১৭ তলা)
১০, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

প্রজ্ঞাপন

এসইসি/এলএসডি/ডিপজিটরি/১৫২/২০০০ তারিখ, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০৭ বাং/ ১৪ই জুন ২০০০ ইং

ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সালের ৬ নম্বর আইন) এর ধারা ১৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল :-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।- এই প্রবিধানমালা ডিপজিটরি প্রবিধানমালা, ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায় -

(ক) "ডিপজিটরি আইন" অর্থ ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সালের ৬ নম্বর আইন) ;
(খ) "নিবন্ধন সার্টিফিকেট" অর্থ প্রবিধান ৫ এর অধীন মঞ্জুরকৃত নিবন্ধন সার্টিফিকেট;
(গ) "ফরম" অর্থ এই প্রবিধানমালার সহিত সংযুক্ত কোন ফরম;
(ঘ) "ব্যবসা চালুকরণ সার্টিফিকেট" অর্থ প্রবিধান ৮ এর অধীন মঞ্জুরকৃত ব্যবসা চালুকরণ সার্টিফিকেট;

(ঙ) "স্টক এক্সচেঞ্জ" অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স ১৯৬৯ (১৯৬৯ সালের ১৭ নম্বর অর্ডিন্যান্স) এর ধারা 2(m) এ সংজ্ঞায়িত কোন স্টক এক্সচেঞ্জ।

৩। **নিবন্ধনের জন্য আবেদন**।-

(১) কোন কোম্পানী ডিপজিটরি আইনের অধীন নিবন্ধিত হইতে ইচ্ছুক হইলে উহাকে কমিশনের নিকট ফরম-ক তে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উক্ত আবেদনের সহিত উক্ত ফরমে উল্লিখিত যাবতীয় দলিলপত্র ও তথ্য সংযুক্ত করিতে হইবে এবং কমিশনের বরাবরে প্রদেয় অফেরতযোগ্য ফি বাবদ দশ হাজার টাকার একটি পে-অর্ডার দাখিল করিতে হইবে।

৪। **নিবন্ধনের যোগ্যতা**।- কোন কোম্পানী এই প্রবিধানমালার অধীন নিবন্ধিত হইবার যোগ্য হইবে, যদি-

(ক) উহার পরিশোধিত মূলধনের পরিমান অন্যূন পঁচিশ কোটি টাকা হয়;

(খ) উহার মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশনে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত বিধানসমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকে, যথা:-

(অ) পরিচালনা পরিষদে অন্যূন দুইজন সদস্য কমিশন কর্তৃক মনোনীত হইবে;

(আ) মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার নিয়োগ এবং অপসারনের ক্ষেত্রে কমিশনের পূর্ব অনুমোদন গ্রহন করিতে হইবে;

(ই) মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হইবে এবং ইহার কোন পরিবর্তনে কমিশনের পূর্বানুমতি গ্রহন করিতে হইবে; এবং

(গ) উহার উদ্যোক্তাগণ-

(অ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন,১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নম্বর আইন) এর ধারা ২(খ)এ সংজ্ঞায়িত কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হয়;

(আ) ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৫(ণ)এ সংজ্ঞায়িত কোন ব্যাংক-কোম্পানী হয়;

(ই) কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত বা নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য কোন স্টক এক্সচেঞ্জ হয়;

(ঈ) কোন আইনের অধীন স্থাপিত বা গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হয়;

(উ) কোন স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানী হয়; অথবা

(ঊ) কমিশন কর্তৃক সময় সময় এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত অন্য কোন দেশী বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হয়।

৫। **নিবন্ধীকরণ**।-

(১) নিবন্ধীকরণের জন্য কোন আবেদন প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনটি এই প্রবিধানমালার অধীন মঞ্জুর করার যোগ্য তাহা হইলে, উহা প্রাপ্তির পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে কমিশন উহা মঞ্জুর করিবে এবং ফরম-খ তে একটি নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান করিবে [১][ঃ]

[২]তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনের সাথে আবেদন ফি বাবদ কমিশনের অনুকূলে পাঁচ লক্ষ টাকা পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট বা ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার এর মাধ্যমে জমা প্রদান করিতে হইবে।

আরও শর্ত থাকে যে, নিবন্ধন ফি বাবদ কমিশনের অনুকূলে এক কোটি টাকা পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট বা ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে জমা প্রদান করিতে হইবে।]

(২) যদি কমিশন নিবন্ধীকরণের জন্য কোন আবেদন বিবেচনার জন্য আরও অধিক তথ্য প্রয়োজন মনে করে তাহা হইলে, উক্ত আবেদন প্রাপ্তির একুশ দিনের মধ্যে ঐ তথ্য তলব করিতে পারিবে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ তথ্য প্রাপ্তির পর আবেদনটি গ্রহনযোগ্য হইলে উহা মঞ্জুর করিবে এবং ফরম-খ তে একটি নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান করিবে।

(৩) যদি কমিশন নিবন্ধীকরনের জন্য কোন আবেদন বিবেচনার পর এই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আবেদনটি এই প্রবিধানমালার অধীন মঞ্জুর করার যোগ্য নহে বা উহা মঞ্জুর করা পুঁজিবাজার ও জনস্বার্থে সহায়ক হইবে না তাহা হইলে, লিখিত ভাবে কারণ উল্লেখ করিয়া উহা প্রাপ্তির পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে বা উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন অধিক তথ্য প্রাপ্তির পর কমিশন উহা নামঞ্জুর করিতে পারিবে:

[১] প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০০৯-৩৯২/২৬/প্রশাসন/১২৬ তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা ২২ আগষ্ট ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০০৯-৩৯২/২৬/প্রশাসন/১২৬ তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ এর মাধ্যমে সংযোজিত হইয়াছে, যাহা ২২ আগষ্ট ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসংগত শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া এই উপ- প্রবিধানমালার অধীন কোন আবেদন নামঞ্জুর করা যাইবে না।

(৪) কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত কোন নিবন্ধন সার্টিফিকেট উহাতে উল্লিখিত শর্তাধীনে কার্যকর থাকিবে।

(৫) যদি কোন ডিপজিটরি কর্তৃক কমিশনের নিকট সরবরাহকৃত কোন দলিলপত্র বা তথ্য নিবন্ধন সার্টিফিকেট মঞ্জুর করার পর কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অশুদ্ধ বা বিভ্রান্তিকর বলিয়া দেখা যায় তাহা হইলে, উক্ত সার্টিফিকেট বাতিল করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসংগত শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া এই উপ-প্রবিধানমালার অধীন কোন সার্টিফিকেট বাতিল করা যাইবে না।

(৬) কোন ডিপজিটরি কর্তৃক কমিশনের নিকট সরবরাহকৃত কোন তথ্য পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হইলে তৎসম্পর্কে কমিশনকে অবিলম্বে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৭) প্রতিবৎসর কমিশনের বরাবরে প্রদেয় অফেরতযোগ্য ফি বাবদ [১][বিশ লক্ষ টাকার] একটি পে-অর্ডার দাখিল করতঃ কোন নিবন্ধন সার্টিফিকেট নবায়ন করা যাইবে [ঃ]

[তবে শর্ত থাকে যে, বাৎসরিক ফি জমা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিমাস বা উহার অংশ বিশেষ বিলম্বের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা হারে বিলম্ব ফি প্রদান করিতে হইবে।]

৬। **ব্যবসা চালুকরণ সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন**।-

(১) প্রবিধান ৫ এর অধীন মঞ্জুরকৃত নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রাপ্তির আঠারো মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ডিপজিটরিকে কমিশনের নিকট উহার ব্যবসা চালু করার জন্য ফরম-গ তে একটি আবেদন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন প্রয়োজন বিবেচনা করিলে উক্ত সময় বর্ধিত করিতে পারিবে।

(২) ব্যবসা চালুকরণ সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনের সহিত আবেদনকারীর খসড়া উপ-আইন ও আবেদনের ফরমে উল্লিখিত যাবতীয় দলিলপত্র ও তথ্য সংযুক্ত করিতে হইবে এবং কমিশনের বরাবরে প্রদেয় অফেরতযোগ্য ফি বাবদ পাঁচ লক্ষ টাকার একটি পে-অর্ডার দাখিল করিতে হইবে।

(৩) যদি কমিশন প্রার্থীত সার্টিফিকেট মঞ্জুর করার বিষয়টি বিবেচনার প্রয়োজনে আরোও তথ্য দাবী করে তাহা হইলে, আবেদনকারী উহা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪) কমিশন প্রয়োজন বোধ করিলে আবেদনকারীর কোন প্রতিনিধি অথবা উহার কোন উদ্যোক্তাকে কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য বা শুনানীর জন্য আহবান করিতে পারিবে।

৭। **ব্যবসা চালুকরণ সার্টিফিকেটের জন্য যোগ্যতা**।-

(১) কেবলমাত্র প্রবিধান ৫ এর অধীন নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কোন ডিপজিটরি ব্যবসা চালুকরণ সার্টিফিকেট পাওয়ার যোগ্য হইবে।

[১] প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০০৯-৩৯২/২৬/প্রশাসন/১২৬ তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ এর মাধ্যমে "পঞ্চাশ হাজার টাকার" শব্দগুলি "বিশ লক্ষ টাকার" শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে [।] এর স্থলে [ঃ] প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, এবং উপ-বিধি (৭) এর পর নতুন শর্ত সংযোজিত হইয়াছে, যাহা ২২ আগষ্ট ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) কোন ডিপজিটরির-

(ক) দক্ষ ও নিশ্চিত নিরাপদ হেফাজত এবং নিষ্পত্তি-সেবা প্রদান বা ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা এবং জনবল না থাকিলে;

(খ) যুক্তিসংগতভাবে প্রত্যাশিত দায় মিটাইবার জন্য পর্যাপ্ত পরিসম্পদ না থাকিলে;

(গ) কাজকর্ম পরিচালনার সকল দিক সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচালনা ম্যানুয়াল (যাহার মধ্যে পরিচালন পদ্ধতি, রিপোর্টিং পদ্ধতি, অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা, তদন্তব্যবস্থা, শাস্তির বিধান, হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা পদ্ধতি, বিশেষ নিরীক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত থাকিতে হইবে) না থাকিলে;

(ঘ) রেকর্ড নথিপত্র অথবা উপাত্ত বা উহার সঞ্চালন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হওয়া হইতে হেফাজতকরণ নিশ্চিত করার পর্যাপ্ত পন্থা এবং সুযোগ-সুবিধা না থাকিলে;

(ঙ) উহার বা উহার কোন কর্মচারীর অবৈধ কাজ, অবহেলা বা ব্যর্থতার কারণে সংঘঠিত কোন সরাসরি ক্ষতি পূরণের জন্য বীমাসহ পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকিলে,

উহাকে ব্যবসা চালুকরণ সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা হইবে না।

৮। **ব্যবসা চালুকরণ সার্টিফিকেট মঞ্জুরকরণ।**-

(১) ব্যবসা চালুকরণ সার্টিফিকেট মঞ্জুরের জন্য কোন আবেদন প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনটি এই প্রবিধানমালার অধীন মঞ্জুর করার যোগ্য তাহা হইলে, উহা প্রাপ্তির পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে কমিশন উহা মঞ্জুর করিবে এবং ফরম-ঘ তে একটি ব্যবসা চালুকরণ সার্টিফিকেট প্রদান করিবে [১][ঃ]

[২][তবে শর্ত থাকে যে, ব্যাবসা চালুকরণ সার্টিফিকেট এর জন্য ফি বাবদ কমিশনের অনুকুলে বিশ লক্ষ টাকা পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট বা ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার এর মাধ্যমে জমা প্রদান করিতে হইবে।]

(২) যদি কমিশন ব্যবসা চালুকরণ সার্টিফিকেটের জন্য কোন আবেদন বিবেচনার জন্য আরও অধিক তথ্য প্রয়োজন মনে করে তাহা হইলে, উক্ত আবেদন পাওয়ার একুশ দিনের মধ্যে ঐ তথ্য তলব করিতে পারিবে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ তথ্য প্রাপ্তির পর আবেদনটি গ্রহনযোগ্য হইলে উহা মঞ্জুর করিবে এবং ফরম-ঘ তে একটি ব্যবসা চালুকরণ সার্টিফিকেট প্রদান করিবে।

(৩) যদি কমিশন ব্যবসা চালুকরণ সার্টিফিকেটের জন্য কোন আবেদন বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আবেদনটি এই প্রবিধানমালার অধীন মঞ্জুর করার যোগ্য নহে তাহা হইলে, লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করিয়া উক্ত সময়ের মধ্যে কমিশন আবেদনটি নামঞ্জুর করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসংগত শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া এই উপ-প্রবিধানমালার অধীন কোন আবেদন নামঞ্জুর করা যাইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, এই উপ-প্রবিধানমালার অধীন কোন আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে, যে কারণে উহা নামঞ্জুর করা হইয়াছে সে কারণ দূরীভূত করিয়া আবেদনকারী পুনরায় উক্ত সার্টিফিকেট প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০০৯-৩৯২/২৬/প্রশাসন/১২৬ তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ এর মাধ্যমে [।] এর স্থলে [ঃ] প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা ২২ আগষ্ট ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০০৯-৩৯২/২৬/প্রশাসন/১২৬ তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ এর মাধ্যমে উপ-প্রবিধি (১) এর পর নতুন শর্ত সংযোজিত হইয়াছে, যহা ২২ আগষ্ট ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

৯। **সার্টিফিকেট বাতিল করণ**- কমিশন স্বীয় উদ্যোগে অথবা কোন ডিপজিটরির লিখিত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কোন নিবন্ধীকরণ সার্টিফিকেট বাতিল করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোন বাতিলকরণের পূর্বে কমিশনকে এই মর্মে সন্তুষ্ট হইতে হইবে যে-

(ক) ডিপজিটরিটির অংশ গ্রহনকারীদের নিকট সিকিউরিটি ফেরত প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে;

(খ) সিকিউরিটি ব্যবসা নিষ্পত্তির জন্য স্টক এক্সচেঞ্জে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে; এবং

(গ) উক্তরূপ বাতিলকরণ বিনিয়োগকারী এবং পুঁজিবাজারে স্বার্থের সহায়ক হইবে।

[১][১০। **কমিশনের অনুকূলে ফি, ইত্যাদি জমা প্রদান-**

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুকূলে বিভিন্ন প্রকার ফি, ইত্যাদি পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট অথবা ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার এর মাধ্যমে জমা প্রদান করা যাইবে।]

[১]প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০০৯-৩৯২/২৬/প্রশাসন/১২৬ তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ এর মাধ্যমে সংযোজিত হইয়াছে, যাহা ২২ আগষ্ট ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

ফরম ক

(প্রবিধান ৩ দ্রষ্টব্য)
ডিপজিটরি হিসাবে নিবন্ধন সার্টিফিকেট এর জন্য আবেদন

নির্দেশাবলী

(ক) আবেদনটি পূরণ করিয়া প্রয়োজনীয় সকল দলিলপত্রসহ কমিশনের সদর দপ্তরে দাখিল করিতে হইবে।

(খ) প্রবিধান অনুযায়ী এই আবেদন পূরণ করিতে হইবে।

(গ) আবেদনটি সর্ব দিক দিয়া সম্পূর্ণ হইলেই ইহা বিবেচনার যোগ্য হইবে।

(ঘ) সকল তথ্য টাইপকৃত হইতে হইবে। যে সকল তথ্য অধিকতর বিস্তারিতভাবে সরবরাহ করিতে হইবে সে সকল তথ্য স্বতন্ত্র কাগজে এই ফরমের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

(ঙ) প্রবিধান ৩এ উল্লেখিত পে-অর্ডার আবেদনের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

(চ) এই ফরমের প্রত্যেক পৃষ্ঠা এবং তৎসংযুক্ত সকল কাগজের প্রত্যেক পৃষ্ঠা আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(ছ) আবেদনের সহিত সংযুক্ত সকল দলিলপত্রের কপি কোন নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।

প্রথম অংশ (আবেদনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

১। (ক) ডিপজিটরির নাম-
(খ) রেজিস্টার্ড অফিস-
(গ) টেলিফোন নম্বর-
(ঘ) টেলেক্স নম্বর-
(ঙ) ফ্যাক্স নম্বর-
(চ) ই-মেইল নম্বর-

২। আবেদনকারীর-
(ক) কোম্পানী আইনের অধীন নিবন্ধীকরণের তারিখ (নিবন্ধন সার্টিফিকেট, সংঘস্মারক এবং সংঘবিধি সংযুক্ত করিতে হইবে)-
(খ) (১) অনুমোদিত মূলধন-
(২) ইস্যুকৃত মূলধন-
(৩) পরিশোধিত মূলধন-
(গ) প্রত্যেক উদ্যোক্তার বর্তমান এবং প্রস্তাবিত শেয়ার মূলধনের পরিমান-

৩। আবেদনকারীর প্রত্যেক পরিচালক এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার -
(ক) নাম-
(খ) বয়স-
(গ) জাতীয়তা-
(ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা (মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার ক্ষেত্রে)-

(ঙ) অন্য কোন কোম্পানীতে পরিচালকের পদ (যদি থাকে)-

(চ) কোন ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্তি বা প্রাপ্ত শাস্তি (যদি থাকে) (বিস্তারিত বিবরণ দিতে হইবে)-

৪। (ক) আবেদনকারীর বর্তমান এবং ডিপজিটরি ব্যবসা শুরু করার আগে প্রস্তাবিত লোকবল ও অফিস কাঠামোর বিবরণ।
(খ) অফিসের গৃহাদি-
(গ) স্বয়ংক্রিয় ডাটা প্রসেসিং-
(ঘ) ডাটা স্টোরেজ এবং বেকআপ সিস্টেম এবং পদ্ধতি-
(ঙ) আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং তদারকী ব্যবস্থা-

৫। কিভাবে হিসাবধারকের ডিপজিটরিতে রক্ষিত সিকিউরিটির নিরাপত্তা বিধান করা হইবে, কিভাবে হিসাবধারকের আর্থিক ক্ষতির অভিযোগসহ সব ধরণের অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হইবে, কিভাবে হিসাবধারকদের ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করা হইবে, কিভাবে আর্থিক ক্ষতিপূরণের পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা থাকিবে (বীমাসহ) তাহার পূর্ণ বিবরণ-

ঘোষণা

আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনে সরবরাহকৃত তথ্যাদি এবং সংযুক্ত দলিলপত্রাদি ও অতিরিক্ত কাগজে উল্লিখিত বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য;

এবং আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত তথ্যাদির কোন পরিবর্তন হইলে আমরা অবিলম্বে তাহা কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিব;

এবং আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৬ নম্বর আইন), ডিপজিটরি প্রবিধানমালা, ২০০০ এবং কমিশন কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত বা প্রদত্ত নীতিমালা এবং নির্দেশাবলী আমরা মানিয়া চলিব।

স্বাক্ষর
আবেদনকারীর পক্ষে ----------
নাম
ঠিকানা
পদবী
তারিখ:

দ্বিতীয় অংশ
(প্রত্যেক উদ্যোক্তা কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

১। ডিপজিটরির উদ্যোক্তার -
(ক) নাম-
(খ) ঠিকানা-
(গ) যোগাযোগের ঠিকানা-
(ঘ) টেলিফোন-
(ঙ) ফ্যাক্স নম্বর-
(চ) ই মেইল নম্বর-

২। উদ্যোক্তা অন্য কোন ডিপজিটরির উদ্যোক্তা হইয়া থাকিলে অথবা অংশগ্রহনকারী হইয়া থাকিলে উহার নাম-

৩। উদ্যোক্তা প্রবিধান ৪(গ) এ উল্লেখিত কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত-

৪। উদ্যোক্তা কোন আইনের অধীন নিবন্ধিত বা স্থাপিত হইয়া থাকিলে উহার নাম ও নিবন্ধন বা স্থাপনের তারিখ (নিবন্ধন সার্টিফিকেট, সংঘস্মারক ও সংঘবিধি বা আইনের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)-

৫। উদ্যোক্তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য-

৬। উদ্যোক্তা কর্তৃক পরিচালিত কার্যাবলীর বর্ণনা-

৭। উদ্যোক্তার অধিভুক্ত বা উহার অধীন কোম্পানীসমূহ এবং উহাদের দ্বারা পরিচালিত কার্যাবলীর বর্ণনা (যদি থাকে)-

৮। উদ্যোক্তা কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক বা বিদেশী কোন কর্তৃপক্ষের সহিত নিবন্ধিত হইয়া থাকিলে উহার বর্ণনা (সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে)-

৯। উদ্যোক্তার সম্পদের বিবরণ (সর্বশেষ আর্থিক হিসাবের নিরীক্ষিত কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)-

১০। ডিপজিটরির পরিশোধিত মূলধনে উদ্যোক্তার শেয়ারের আনুপাতিক হার এবং পরিমান-

ঘোষণা

আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনে সরবরাহকৃত তথ্যাদি এবং সংযুক্ত দলিলপত্রাদি ও অতিরিক্ত কাগজে উল্লিখিত বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য;

এবং আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত তথ্যাদির কোন পরিবর্তন হইলে আমরা অবিলম্বে তাহা কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিব;

এবং আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৬ নম্বর আইন), ডিপজিটরি প্রবিধানমালা, ২০০০ এবং কমিশন কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত বা প্রদত্ত নীতিমালা এবং নির্দেশাবলী আমরা মানিয়া চলিব।

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ----------
নাম
ঠিকানা
পদবী
তারিখ.....

ফরম খ

(প্রবিধান ৫ দ্রষ্টব্য)

ডিপজিটরি নিবন্ধন সার্টিফিকেট

নিবন্ধন সার্টিফিকেটের নম্বর.....তারিখ.....

ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সালের ৬ নম্বর আইন) এর ধারা ৪ এবং ডিপজিটরি প্রবিধানমালা, ২০০০ এর প্রবিধান ৫এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এতদ্দ্বারা ----------
---------- (ডিপজিটরির নাম)

কে উক্ত আইন এবং প্রবিধানমালার অধীন নিম্নলিখিত শর্তাধীনে ডিপজিটরি হিসাবে এই নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান করিল:

শর্তাদি

(১) ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ এবং ডিপজিটরি প্রবিধানমালা, ২০০০ এর বিধান বহির্ভূত কোন কাজকর্ম ডিপজিটরি করিতে পারিবে না।

(২) ডিপজিটরির উদ্যোক্তাগণ তাহাদের শেয়ার এই নিবন্ধিন সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের পূর্বে হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

(৩) ডিপজিটরির কোন উদ্যোক্তা উহার শেয়ার হস্তান্তর করিতে চাহিলে প্রবিধান ৪ (গ) তে উল্লেখিত কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে।

(৪) এই নিবন্ধন সার্টিফিকেট কোন ভাবেই হস্তান্তর করা যাইবে না।

কমিশনের আদেশক্রমে

.....
নাম
স্বাক্ষর
পদবী
সীল
তারিখ
স্থান: ঢাকা

ফরম গ

(প্রবিধান ৬ দ্রষ্টব্য)

ডিপজিটরি হিসাবে ব্যবসা চালুকরণ সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন

নির্দেশাবলী

(ক) আবেদনটি পূরণ করিয়া প্রয়োজনীয় সকল দলিলপত্রসহ কমিশনের সদর দপ্তরে দাখিল করিতে হইবে।

(খ) প্রবিধান অনুযায়ী এই আবেদন পূরণ করিতে হইবে।

(গ) আবেদনটি সর্ব দিক দিয়া সম্পূর্ণ হইলেই ইহা বিবেচনার যোগ্য হইবে।

(ঘ) সকল তথ্য টাইপকৃত হইতে হইবে। যে সকল তথ্য অধিকতর বিস্তারিতভাবে সরবরাহ করিতে হইবে সে সকল তথ্য স্বতন্ত্র কাগজে এই ফরমের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

(ঙ) প্রবিধান ৬(২) এ উল্লেখিত একটি পে-অর্ডার আবেদনের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

(চ) এই ফরমের প্রত্যেক পৃষ্ঠা এবং তৎসংযুক্ত সকল কাগজের প্রত্যেক পৃষ্ঠা আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(ছ) আবেদনের সহিত সংযুক্ত সকল দলিলপত্রের কপি কোন নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।

==========

১। আবেদনকারীর নাম ও নিবন্ধন সার্টিফিকেট নম্বর-

২। নিবন্ধন সার্টিফিকেট মঞ্জুরের তারিখ-

৩। আবেদনকারীর উপ-আইন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে কিনা? (হইয়া থাকিলে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)-

৪। আবেদনকারীর কর্মচারী এবং দপ্তর গঠন এর বিস্তারিত বিবরণ-

৫। মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার পরিচিতি ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা-

৬। আবেদনকারী কর্তৃক স্থাপিত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং তদারকি ব্যবস্থার বিবরণ, তৎসহ উক্ত ব্যবস্থার সহিত সংশি- ষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিচিতি এবং অভিজ্ঞতার বর্ণনা (ঝুকি ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা ম্যানুয়ালের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)-

৭। স্বয়ংক্রিয় ডাটা প্রসেসিং এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা-

(ক) হার্ডওয়ার, সফট্ওয়ার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা, উহাদের কার্যক্ষমতা এবং অবস্থান-

(খ) ডাটা স্টোরেজ, বেকআপ পদ্ধতি এবং উহাদের কার্য ক্ষমতা এবং অবস্থান-

(গ) বিপর্যয় সামলানোর ব্যবস্থা এবং পদ্ধতি-

৮। গৃহাদী এবং স্বয়ংক্রিয় ডাটা প্রসেসিং এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা কি-নিজস্ব/ভাড়াকৃত/বন্দোবস্তকৃত? (সত্যায়িত দলিল বা ভাড়াটিয়া চুক্তির কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)-

৯। সুবিধাভোগী মালিকদের ক্ষতিপূরণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থার বর্ণনা-

১০। বীমা করা হইয়াছে কি? (করা হইয়া থাকিলে বীমার পলিসি/দলিল সংযুক্ত করিতে হইবে)-

১১। কোন অংশগ্রহনকারীর সহিত ডিপজিটরির চুক্তির প্রস্তাব আছে কি? (থাকিলে চুক্তিপত্রের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)-

১২। কোন ইস্যুয়ারের সহিত বা কোন ইস্যুয়ার এবং উহার রেজিষ্ট্রার এর সহিত কোন চুক্তির প্রস্তাব আছে কি? (থাকিলে চুক্তিপত্রের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)-

১৩। ডিপজিটরির প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহনকারীর সহিত সুবিধাভোগী মালিকদের কোন চুক্তির প্রস্তাব আছে কি? (থাকিলে চুক্তিপত্রের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)-

ঘোষণা

আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনে সরবরাহকৃত তথ্যাদি এবং সংযুক্ত দলিলপত্রাদি ও অতিরিক্ত কাগজে উল্লিখিত বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য;

এবং আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত তথ্যাদির কোন পরিবর্তন হইলে আমরা অবিলম্বে তাহা কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিব;

এবং আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৬ নম্বর আইন), ডিপজিটরি প্রবিধানমালা, ২০০০ এবং কমিশন কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত বা প্রদত্ত নীতিমালা এবং নির্দেশাবলী আমরা মানিয়া চলিব।

স্বাক্ষর
আবেদনকারীর পক্ষে

নাম
ঠিকানা
পদবী
তারিখ.....

ফরম ঘ

(প্রবিধান ৮ দ্রষ্টব্য)
ডিপজিটরি ব্যবসা চালুকরণ সার্টিফিকেট

ডিপজিটরি প্রবিধানমালা, ২০০০ এর প্রবিধান ৮এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এতদ্দ্বারা ----------
---------- কে
(ডিপজিটরির নাম)

ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৬ নম্বর আইন) এবং উক্ত প্রবিধানমালার অধীন ডিপজিটরি হিসাবে ব্যবসা চালুকরার জন্য ডিপজিটরি ব্যবসা চালুকরণ সার্টিফিকেট প্রদান করিল।

কমিশনের আদেশক্রমে

স্বাক্ষর

.....
পদবী
সীল
তারিখ
স্থান: ঢাকা

মনির উদ্দিন আহমদ
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান
সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন